১৬/৮/২০০৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ .... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

চবি ॥ বন্ধ ক্যাম্পাসে শিবিরের নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারা ॥ আজ ভিসি ঘেরাও শিক্ষক কর্মচারী জিম্মি আতঙ্কে

চবি সংবাদদাতা ॥ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলবাদী ছাত্রশিবির সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ব্যানারে নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। দাবি আদায়ের আন্দোলনের নামে তারা ঘেরাও-অবরোধসহ দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। ছাত্রঐক্যের ব্যানারে ইতোমধ্যে তারা ৩ দিনের প্রাথমিক কর্মসূচী দিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার ভিসি ঘেরাওয়ের কর্মসূচী রয়েছে। ২০ আগস্ট সিন্ডিকেট সভার আলোকে তারা পরবর্তী কর্মসূচী দেবে বলে জানিয়েছে। অপরদিকে শিবিরের যে কোন সম্ভাব্য নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ছাত্রলীগও পাল্টা কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে বন্ধ ঘোষণা করেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শঙ্কামুক্ত হতে পারছে না। অতীতের অভিজ্ঞতায় ছাত্র-শিক্ষক মহল এখন ঘেরাও-অবরোধ, ভাংচুর ও জিম্মি আতঙ্কে ভুগছে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস দখল-বেদখলের অশুভ ছাত্ররাজনীতিতে অতীতের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। ক্যাম্পাসে সহিংসতার পর ভার্সিটি বন্ধ হয়ে গেলে ছাত্র সংগঠনগুলো শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ। ১৯৯৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ করে রাখত ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল। ১৯৯৬ সালের পর থেকে অবরোধের পথে নেমেছে শিবির। ওয়াকিফহাল মহলের অভিমত, ক্যাম্পাসে সহিংসতার পর প্রত্যেকবার বন্ধ ঘোষিত ভার্সিটি নিয়ে অবরোধ আন্দোলন চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এ সময় ঘটে যায় প্রাণহানি। এ ছাড়া অবরোধ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেন ও যানবাহনগুলো বোমা, অগ্নি সংযোগ, ভাংচুর প্রভৃতি চালিয়েও ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।